দৈনিক বাংলা

তারিখ 10 FEB 1989
পৃষ্ঠা 1 কলাম 2

021

সংসদে শিক্ষানীতি নিয়ে আলোচনা

বৈষম্য দূর করুন
—বিরোধী দল

শিক্ষকদের ভাতা বাড়ান
—সরকারী দল

(বিশেষ সংবাদদাতা)

গতকাল জাতীয় সংসদে জাতীয় শিক্ষানীতি ও দুই হাজার সালে সবার জন্য শিক্ষা কার্যকর সম্পর্কে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। বিরোধী দলের সদস্যরা বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা ও সরকারের শিক্ষানীতির সমালোচনা করেন। সরকারী দলের সদস্যরাও শিক্ষা ক্ষেত্রে যে নৈরাজ্য চলছে তার বর্ণনা দেন। তবে এ জন্য বর্তমান সরকার দায়ী নয় বলে তারা উল্লেখ করেন। দুই হাজার সালে সবার জন্য শিক্ষা কিভাবে কার্যকর হবে সে সম্পর্কে বক্তাদের কেউই কোন আলোকপাত করেননি। এই আলোচনা অসমাপ্ত রেখেই সংসদের বৈঠক গতকাল বিকেলে মুলতবী করা হয়। আগামী রোববার সকাল দশটায় পুনরায় সংসদের বৈঠক শুরু হলে এ বিষয়ে আলোচনা পুনরায় শুরু হবে।

গতকাল বৃহস্পতিবার বিধি অনুযায়ী ছিল বেসরকারী সদস্য দিবস। কতিপয় সদস্য বেসরকারী সদস্য দিবসে, তাদের সিদ্ধান্ত

(৫-এর পৃঃ ...)

বৈষম্য দূর করুন

(১ম পৃঃ পর)

প্রস্তাব আলোচনার দাবী জানালে সংসদ নেতা জনাব মওদুদ আহমদ জানান যে কার্যউপদেষ্টা কমিটির বৈঠকে স্থির হয় যে বেসরকারী সদস্য দিবসে জাতীয় শিক্ষানীতি সম্পর্কে আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে। তৃতীয় বৃহস্পতিবার অর্থাৎ ২২শে ফেব্রুয়ারী বেসরকারী সদস্যদের বিল ও প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা হবে।

গতকালের শিক্ষানীতি ও দুই হাজার সালে সবার জন্য শিক্ষা কার্যকর সম্পর্কে আলোচনায় যারা অংশ নেন তারা হলেনঃ বিরোধী দলের জনাব জয়নাল আবেদীন, জনাব মোসলেমউদ্দিন মোমেন, জনাব আতাউর রহমান, জনাব কলিমুদ্দীন আহমদ জনাব শফিকুল ইসলাম জনাব নূর আলম ঝিকু, জনাব নূরুল ইসলাম মনি, মেজর (অবঃ) বজলুল হুদা ও জাতীয় পার্টির ডঃ ফজলে রাব্বি চৌধুরী, মেজর (অবঃ) আবদুল হাফিজ ও জনাব মোহাম্মদ ইউনুস।

গতকাল সংসদে সকালের বৈঠকে ডেপুটি স্পীকার জনাব রিয়াজউদ্দিন আহমদ এবং বিকেলের বৈঠকে স্পীকার জনাব শামসুল হুদা চৌধুরী সভাপতিত্ব করেন।

নূর আলম ঝিকু

বিরোধী দলীয় চীফ হুইপ জনাব নূর আলম ঝিকু বর্তমান শিক্ষানীতির সমালোচনা করে একটি সার্বজনীন উৎপাদনমুখী ও কর্মমুখী শিক্ষানীতি প্রবর্তনের দাবী জানান। মডেল স্কুল, ক্যাডেট স্কুল, কিন্ডারগার্টেন ও সরকারী, বেসরকারী স্কুল প্রভৃতি বৈষম্য দূর করে সমানমানের শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে তিনি প্রস্তাব দেন।

মেজর (অবঃ) বজলুল হুদা

মেজর (অবঃ) বজলুল হুদা (ফ্রীডম পার্টি) বলেন যে আর্থ সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন না করে শুধু শিক্ষানীতি পরিবর্তন করলে চলবে না। তিনি ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তন এবং ছাত্রছাত্রীদেরকে বিনামূল্যে বইপত্র সরবরাহ করার দাবী জানান। এ ব্যাপারে তিনি ২৮ দফা কর্মসূচী পেশ করেন।

ডঃ ফজলে রাব্বি চৌধুরী

ডঃ ফজলে রাব্বি চৌধুরী (জাতীয় পার্টি) প্রাথমিক শিক্ষা পর্যায়ে বর্তমান নিয়োগ পদ্ধতির সমালোচনা করেন।

সকল স্কুল সরকারীকরণের দাবীর বিরোধীতা করে তিনি বলেন যে স্কুল সরকারীকরণ করা হলে শিক্ষকদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পাবে শুধু ছাত্রদের এতে কোন কল্যাণ হবে না। তিনি প্রাইমারী পর্যায় থেকে শিক্ষার সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রস্তাব দেন।

নূরুল ইসলাম মনি

স্বতন্ত্র সদস্য জনাব নূরুল ইসলাম মনি আগামী দুই হাজার সালের মধ্যে সকলের জন্য শিক্ষা সম্ভব হবে না বলে সংশয় প্রকাশ করেন।

মেজর (অবঃ) হাফিজউদ্দিন

মেজর (অবঃ) হাফিজউদ্দিন (জাতীয় পার্টি) বলেন যে সবাই গণমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা চান। কিন্তু গণমুখী শিক্ষা বলতে কি বুঝায় তা তারা বলেন না।

তিনি বলেন, শিক্ষকরা যাতে নির্বাচনে প্রার্থী না হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষকতার প্রতি মেধাবান লোকদের আকৃষ্ট করার জন্য শিক্ষকদের বেতনভাতা ও সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির তিনি সুপারিশ করেন।